ওয়াশিংটন আরভিং

(১৭৮৩-১৮৫৯) আমেরিকার প্রথম পন্ডিত হিসাবে খ্যাত

- তিনি আহারে ছিলেন সংযমী ও স্বল্পাহারী, এবং উপবাসে অব্যাহতিহীন। তিনি পোশাক পরিধানে বিলাসিতা কখনও প্রশয় দিতেন না, লোক দেখানো হীন আচরন; শুধু যে তিনি পোশাকের ক্ষেত্রেই সরলতা পছন্দ করতেন তা নয় বরং তিনি সাধারন জনগন থেকে স্বতন্ত্র্য কোন আচরন করতেন না...ব্যক্তিগত ব্যবহারে ও তিনি ছিলেন ন্যায়বান। তিনি পরিচিত, অপরিচিত, ধনী, দরিদ্র, ক্ষমতাবান, ক্ষমতাহীন, সবল, দূর্বল, প্রত্যেকের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। তিনি সাধারন জনগনের সাথে অমায়িক আচরন করতেন, তাদের সাদরে গ্রহন করতেন, তাদের অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, এজন্য সাধারন জনগনও তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসত....সামরিক বিজয়ও তাঁর জন্য গর্ব ও আহংকার সৃষ্টি করত না, কারন ঐ বিজয় ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ছিলনা। তিনি ক্ষমতার শীর্ষে থাকাকালীনও সেরকমই বিনয়ী ও অমায়িক ছিলেন যেমন ছিলেন দুর্দশায়। রাজকীয় ধ্যান ধারনা থেকে তিনি বহুদূরে থাকতেন, তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদর্শন তিনি পছন্দ করতেন না।

  [*Life of Mahomet*, লন্ডন, ১৮৮৯, পৃ. ১৯২-৩, ১৯৯]

* * * * *

অ্যানি বেসেন্ট

(১৮৪৭-১৯৩৩) ব্রিটিশ দিব্যজ্ঞানী এবং ইন্ডিয়ার জাতীয়বাদী নেতা, ইন্ডিয়ান ন্যশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডন্ট নির্বাচিত হন ১৯১৭ সনে

- "যে ব্যক্তি আরবের মহান নবীর জীবনী ও চরিত্র অধ্যয়ন করেছে, যে জানে কিভাবে তিনি শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং কিভাবে তিনি জীবন নির্বাহ করতেন, তিনি এই মহৎ নবীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত না হয়ে পারেন না, তিঁনি সর্বশক্তিমানের শ্রেষ্ঠ বার্তাবহদের অন্যতম ছিলেন। এবং যদিও এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে তাঁর প্রসঙ্গে আমি অনেক কিছুই বলব যা অনেকেরই জানা, তবুও আমি অনুভব করি যে এগুলো আমি যতবারই পড়ি, ততই সেই মহৎ আরব-দেশীয় গুরুর প্রতি আমি নতুন ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনুভব করি।"

  [*The Life And Teachings Of Muhammad*, মাদ্রাজ, ১৯৩২, পৃ. ৪]

* * * * *

এডওয়ার্ড গিবন

(১৭৩৭-১৭৯৪) তার সময়ের সর্বশ্রেষ্ট ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হিসেবে বিবেচিত

- তাঁর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ এর) অত্যন্ত তীব্র স্মৃতিশক্তি ছিল, তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত সামাজিক, তাঁর অনুমান ছিল মহিমান্বিত, তাঁর ফয়সালা ছিল স্পষ্ট, দ্রুত ও চূড়ান্ত। তিনি সংকল্প ও কাজে উভয় ক্ষেত্রে সৎ সাহসের অধিকারি ছিলেন।

  [*History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, লন্ডন, ১৮৩৮, খন্ড. ৫ পৃ. ৩৩৫]

নবী (সঃ) ও তার শিক্ষা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন

http://al-islam.org/faq/

v1.0

মুহম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী

(কুরআন ৩৩:৪০)

অমুসলিমরা

মুহম্মদ

সম্পর্কে কি বলে...

ইসলামের নবী

(তাঁর ও তার পরিবারবর্গের উপর শান্তি ও করুনা বর্ষিত হোক)

বহুসংখ্যক অমুসলিম মনিষীদের মন্তব্য থেকে কতিপয় সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এখানে সংগ্রহ করা হল, যাদের মধ্যে আছে শিক্ষাবিদ, লেখক, দার্শনিক, কবি, রাজনীতিবিদ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুসংখ্যক রাজনীতিক কর্মী। আমাদের জানামতে তাদের কেউই মুসলিম হননি। কাজেই, এ সমস্ত উক্তি, নবী (সঃ) এর জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।

মাইকেল এইচ. হার্ট

(১৯৩২-) জ্যোর্তিবিজ্ঞান,পদার্থ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইতিহাস এর প্রফেসর

- "মুহম্মদ কে বিশ্বের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের তালিকা হতে শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে, আমার পছন্দ করার কারনে, বহু পাঠক বিস্মিত হতে পারেন এবং অনেকে প্রশ্ন উঠাতে পারেন, কিন্ত ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় দিক দিয়েই শতভাগ সফল ছিলেন ।"
  [*The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History*, নিউইয়র্ক, ১৯৭৮,পৃ. ৩৩]

★ ★ ★ ★ ★

উইলিয়াম মনটগোমারী ওয়াট

(১৯০৯-) ইডেনবার্গ ইউনির্ভাসিটির আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের (এমেরিটাস) প্রফেসর

- "তাঁর বিশ্বাসের কারনে যে কোন অত্যাচার সহ্য করার জন্য তাঁর তৎপরতা, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের উচ্চ নৈতিক চরিত্র এবং তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নেয়া, এবং তাঁর চূড়ান্ত কৃতিত্বের বিশালতা - এসবই তাঁর মৌলিক সততা, ন্যায়পরায়নতা ও চরিত্রের ঋজুতা প্রকাশ করে । যদি মোহম্মদকে ভন্ড বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয় তাহলে এমন সব নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয় যা সমাধান যোগ্য নয় । উপরন্তু, মুহাম্মদের ন্যায় ইতিহাসের আর কোন মহান ব্যক্তিত্ব পশ্চিমা বিশ্বে এত হীন ভাবে আলোচিত হয়নি ।"
  [*Mohammad At Mecca*, অক্সফোর্ড ,১৯৫৩, পৃ.৫২]

★ ★ ★ ★ ★

আলফোসে ডি লামার্টিন

(১৭৯০-১৮৬৯) ফ্রান্সের কবি ও রাজনীতিবিদ

- "দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রচারক, আইনবিদ, যোদ্ধা, মতবাদের বিজয়কারী, একটি সুসমাঞ্জস্যপূর্ন ধর্মমতের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী যার কোন অস্তিত্ব ছিলনা; বিশটি ভূখন্ড বিশিষ্ট সাম্রাজ্য এবং একটি অধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টাতা, তিনিই হলেন মুহম্মদ । মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা বিচারের যত মানদন্ড আছে সবটাকে বিবেচনা করে, এই প্রশ্ন আমরা সহজেই করতে পারি, তাঁর চেয়ে মহৎ, তাঁর চেয়ে মহান কোন ব্যক্তিত্ব কি আছে ?"
  [Translated from *Histoire De La Turquie*, প্যারিস, ১৮৫৪, খন্ড. ২, পৃ. ২৭৬-২৭৭]

★ ★ ★ ★ ★

রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ

(১৭৯৪-১৮৮৪) ট্রিনিটি কলেজের বিলম্বিত ফেলো, অক্সফোর্ড

- "...তিনি ছিলেন একাই সিজার(রাজা) ও পোপ(ধর্মগুরু); তবে তিনি পোপ ছিলেন পোপের দুরহংকার ছাড়া, এবং সিজার ছিলেন সিজারের সৈন্যবাহিনী ছাড়া । নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, দেহরক্ষী ছাড়া, রাজপ্রাসাদ ছাড়া, নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া, যদি কেউ কখনও বলার অধিকার রাখে যে, কেউ অলৌকিক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র শাসন করেছেন তাহলে তিনি মুহম্মদ; কারন তাঁর কাছে সমস্ত শক্তিই ছিল কোন উপকরণও তার সহায়তা ছাড়া ।"
  [*Mohammed and Mohammedanism*, লন্ডন, ১৮৭৪, পৃ.২৩৫]

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(১৮৬৯-১৯৪৮) ইন্ডিয়ার চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক এবং জাতীয়বাদী নেতা

- "...আমি আরও অনেক দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, শুধু তলোয়ার নয় যা তৎকালীন সমাজে জীবন পরিকল্পনায় ইসলামের জন্য একটি স্থান দখল করেছিল । তা ছিল দৃঢ় সরলতা, নবীর চরম আত্নত্যাগ, অঙ্গীকার এর প্রতি তার নিখুত শ্রদ্ধা ও সতর্কতা, তাঁর স্বজন ও অনুসরণকারীদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা, তাঁর অটল সাহস, তাঁর নির্ভীকতা, প্রতিপালকের প্রতি ও তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যর প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা । তলোয়ার নয়, বরং এসমস্ত গুণাবলীই যাবতীয় সবকিছুকে তাঁদের কাছে নিয়ে আসে এবং সকল অসুবিধা থেকে মুক্ত করে ।"
  [*Young India* (periodical), ১৯২৮, খন্ড.১০]

★ ★ ★ ★ ★

এডওয়ার্ড গিবন

(১৭৩৭-১৭৯৪) তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ট ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাত

- "মুহাম্মাদ এর জীবনের সবচাইতে বড় সাফল্য প্রভাবিত হয়েছিল একমাত্র তাঁর দৃঢ় নৈতিক শক্তি দ্বারা কোন তরবারির ঘাত ছাড়াই ।"
  [*History Of The Saracen Empire*, লন্ডন, ১৮৭০]

★ ★ ★ ★ ★

জন উইলিয়াম ড্রেপার

(১৮১১-১৮৮২) আমেরিকান বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক

- "জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর, ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, আরবের মক্কায় যে মহামনিষী জন্ম গ্রহন করেন, মানব জাতির উপর তার প্রভাব ছিল সকল মানুষের চেয়ে বেশি....তিনি মুহাম্মদ ।"
  [*A History of the Intellectual Development of Europe*, লন্ডন, ১৮৭৫, খন্ড.১, পৃ.৩২৯-৩০]

★ ★ ★ ★ ★

ডেভিড জর্জ হগার্থ

(১৮৬২-১৯২৭) ইংরেজী পুরাতত্ত্ববিদ, লেখক এবং আসমোলিয়ান যাদুঘরের রক্ষক, অক্সফোর্ড

- "আধ্যাত্মিক অথবা গতানুগতিক, তাঁর দৈনন্দিন আচার - ব্যবহার একটি অনুশাসন স্থাপন করেছে যা লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ আজও সচেতন ভাবে অনুকরন করছে । মানব জাতির অন্য কোন শাখায় আর কেউ এমন নিখুঁত মানুষ হিসেবে দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারে নি যে এত পুংঙ্কানুপুংঙ্খরূপে অনুকৃত হয়েছে । খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্টাতাও তার উম্মতদের গতানুগতিক জীবনের উপরে এত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । উপরন্তু, কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই একমাত্র মুসলিম ধর্ম প্রচারক ছাড়া এরকম খ্যাতীর শীর্ষে পৌছাতে পারেন নি ।"
  [*Arabia*, অক্সফোর্ড, ১৯২২, পৃ:৫২]